

নেলসন ম্যান্ডেলার জীবনী PDF Free Download

নেলসন ম্যান্ডেলার জীবনী বাংলা, নেলসন ম্যান্ডেলার জীবনী, নেলসন ম্যান্ডেলার জীবনী, নেলসন ম্যান্ডেলার আত্মজীবনী, নেলসন ম্যান্ডেলার জীবন কাহিনী,

নেলসন ম্যান্ডেলা (জন্ম 18 জুলাই, 1918, এমভেজো, দক্ষিণ আফ্রিকা — মৃত্যু 5 ডিসেম্বর, 2013, জোহানেসবার্গ) ছিলেন একজন কৃষ্ণাঙ্গ জাতীয়তাবাদী এবং দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্রপতি (1994-99)। 1990 এর দশকের প্রথম দিকে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসের সাথে তার আলোচনা। এফডব্লিউ ডি ক্লার্ক দেশের বর্ণবাদী বিচ্ছিন্নতার বর্ণবাদী ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে সাহায্য করেছিলেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসনে শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন। ম্যান্ডেলা এবং ডি ক্লার্ক যৌথভাবে তাদের প্রচেষ্টার জন্য 1993 সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

নেলসন ম্যান্ডেলার প্রারম্ভিক জীবন এবং কাজ

নেলসন ম্যান্ডেলা ছিলেন ঘোসা-ভাষী টেম্বু সম্প্রদায়ের মাদিবা গোষ্ঠীর প্রধান হেনরি ম্যান্ডেলার পুত্র। তার পিতার মৃত্যুর পর, যুবক নেলসনকে টেম্বুর শাসক জঙ্গিব্বা বড় করেছিলেন। নেলসন একজন আইনজীবী হওয়ার জন্য প্রধানত্বের কাছে তার দাবি ত্যাগ করেছিলেন। তিনি সাউথ আফ্রিকান নোটিভ কলেজে (পরে ইউনিভার্সিটি অফ ফোর্ট হেয়ার) পড়াশোনা করেন এবং উইটওয়াটারসরান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়ন করেন; পরে তিনি আইনজীবী হওয়ার যোগ্যতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 1944 সালে তিনি আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস (ANC), একটি কালো-মুক্তি গোষ্ঠীতে যোগদান করেন এবং এর যুব লীগের নেতা হন। একই বছর তিনি ইভলিন এনটোকো মাসের সাথে দেখা করেন এবং বিয়ে করেন। ম্যান্ডেলা পরবর্তীকালে অন্যান্য ANC নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত হন, যার মাধ্যমে তিনি সংগঠনকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং ক্ষমতাসীন ন্যাশনাল পার্টির বর্ণবাদ নীতির বিরোধিতা করতে সাহায্য করেন।

1952 সালে জোহানেসবার্গে, সহকর্মী ANC নেতা অলিভার ট্যাঙ্গোর সাথে, ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কালো আইন অনুশীলন প্রতিষ্ঠা করেন, যা 1948-পরবর্তী বর্ণবাদ আইনের ফলাফলের ক্ষেত্রে বিশেষত্ব করে। এছাড়াও সেই বছর, ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার পাস আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একটি প্রচারাভিযান শুরু করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, যার জন্য নন-শ্বেতাঙ্গদের নথিপত্র (যা পাস, পাস বই বা রেফারেন্স বই নামে পরিচিত) বহন করতে হয় যাতে সরকার "সীমাবদ্ধ" বলে মনে করে এমন এলাকায় তাদের উপস্থিতি অনুমোদন করে। " (অর্থাৎ, সাধারণত সাদা জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত)। বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অহিংস উপায়ে সমর্থন গড়ে তোলার চেষ্টা করে প্রচারণার অংশ হিসেবে তিনি সারা দেশে ভ্রমণ করেছিলেন। 1955 সালে তিনি স্বাধীনতা সনদের খসড়া প্রণয়নের সাথে জড়িত ছিলেন, একটি নথি যা দক্ষিণ আফ্রিকায় অবর্ণবাদী সামাজিক গণতন্ত্রের আহ্বান জানায়।

ম্যান্ডেলার বর্ণবাদ বিরোধী কার্যকলাপ তাকে বারবার কর্তৃপক্ষের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছিল। 1952 থেকে শুরু করে, তাকে বিরতিহীনভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল (ভ্রমণ, মেলামেশা এবং বক্তৃতায় কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ)। 1956 সালের ডিসেম্বরে তিনি 100 জনেরও বেশি লোকের সাথে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন যা বর্ণবাদবিরোধী কর্মীদের হয়রানির জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। ম্যান্ডেলা একই বছর বিচারে যান এবং অবশেষে 1961 সালে খালাস পান। বর্ধিত আদালতের কার্যক্রম চলাকালীন, তিনি তার প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেন এবং নোমজামো উইনিক্রেড মাডিকিজেলাকে (উইনি মাডিকিজেলা-ম্যান্ডেলা) বিয়ে করেন।

ভূগর্ভস্থ কার্যকলাপ এবং রিভোনিয়া ট্রায়াল

1960 সালে শার্পভিলে পুলিশ বাহিনীর দ্বারা নিরস্ত্র কৃষাঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকানদের গণহত্যা এবং পরবর্তীকালে ANC-কে নিষিদ্ধ করার পর, ম্যাভেলা তার অহিংস অবস্থান পরিত্যাগ করেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার শাসনের বিরুদ্ধে নাশকতার কাজ শুরু করেন। তিনি আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যান (সে সময়ে তিনি ব্ল্যাক পিম্পারনেল নামে পরিচিত হন তার ক্যাপচার এড়ানোর ক্ষমতার জন্য) এবং তিনি ANC এর সামরিক শাখা উমখোল্টো উই সিজওয়ে ("জাতির বর্শা") এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 1962 সালে তিনি গেরিলা যুদ্ধ এবং নাশকতার প্রশিক্ষণের জন্য আলজেরিয়ায় যান, সেই বছরের পরে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে আসেন। 5 আগস্ট, তার প্রত্যাবর্তনের পরপরই, ম্যাভেলা নাটালের একটি রোড ব্লকে গ্রেফতার হন; পরে তাকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

1963 সালের অক্টোবরে বন্দী ম্যাভেলা এবং অন্যান্য বেশ কয়েকজন পুরুষকে কুখ্যাত রিভোনিয়া ট্রায়ালে নাশকতা, রাষ্ট্রদ্রোহ এবং হিংসাত্মক ষড়যন্ত্রের জন্য বিচার করা হয়েছিল, যার নামকরণ করা হয়েছিল জোহানেসবার্গের একটি ফ্যাশনেবল শহরতলির নামে যেখানে অভিযানকারী পুলিশ ভূগর্ভস্থ উমখোল্টোর সদর দফতরে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র ও সরঞ্জাম আবিষ্কার করেছিল। আমরা Sizwe. ডক থেকে ম্যাভেলার বক্তৃতা, যেখানে তিনি তার বিরুদ্ধে করা কিছু অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করেছিলেন, ছিল স্বাধীনতার একটি ক্লাসিক প্রতিরক্ষা এবং অত্যাচারের প্রতিরক্ষা। (তার বক্তৃতা আন্তর্জাতিক মনোযোগ ও প্রশংসা অর্জন করেছিল এবং সেই বছর পরে প্রকাশিত হয়েছিল আই অ্যাম প্রিপারড টু ডাই।) 12 জুন, 1964-এ, মৃত্যুদণ্ড থেকে অল্পের জন্য পালিয়ে গিয়ে তাকে যাবজীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

নেলসন ম্যাভেলার কারাবাস

1964 থেকে 1982 পর্যন্ত ম্যাভেলা কেপ টাউনের অদূরে রবেন আইল্যান্ড কারাগারে বন্দী ছিলেন। পরবর্তীকালে তাকে 1988 সাল পর্যন্ত সর্বোচ্চ-নিরাপত্তা পোলসমুর কারাগারে রাখা হয়েছিল, যখন যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসার পর, তাকে পার্লের কাছে ভিক্টর ভাস্টার কারাগারে স্থানান্তর করা হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার পর্যায়ক্রমে ম্যাভেলাকে স্বাধীনতার শর্তসাপেক্ষ প্রস্তাব দেয়, বিশেষ করে 1976 সালে, এই শর্তে যে তিনি ট্রান্সকেই বান্টুস্থানের সদ্য স্বাধীন-এবং অত্যন্ত বিতর্কিত-মর্ষাদাকে স্বীকৃতি দেন এবং সেখানে বসবাস করতে সম্মত হন। 1985 সালে করা একটি প্রস্তাবের জন্য তাকে সহিংসতার ব্যবহার ত্যাগ করতে হবে। ম্যাভেলা উভয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, দ্বিতীয়টি এই ভিত্তির উপর যে শুধুমাত্র মুক্ত পুরুষরাই এই ধরনের আলোচনায় নিয়োজিত হতে পারে এবং একজন বন্দী হিসেবে তিনি মুক্ত মানুষ নন।

তার কারাবাসের সময়, ম্যাভেলা দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষাঙ্গ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক সমর্থন বজায় রেখেছিলেন এবং তার কারাবাস আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি কারণ হয়ে ওঠে যারা বর্ণবাদের নিন্দা করেছিল। 1983 সালের পর এবং বিশেষ করে 1988 সালের পর দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায়, তিনি প্রেস মন্ত্রীদের দ্বারা নিযুক্ত ছিলেন। P.W. অনুসন্ধানমূলক আলোচনায় বোথার সরকার; তিনি বোথার উত্তরসূরি ডি ক্লার্কের সাথে 1989 সালের ডিসেম্বরে দেখা করেছিলেন।

11 ফেব্রুয়ারী, 1990 সালে, রাষ্ট্রপতি ডি ক্লার্কের অধীনে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার ম্যাভেলাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়। মুক্তির কিছুক্ষণ পর ম্যাভেলাকে এএনসি-র ডেপুটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হয়; তিনি 1991 সালের জুলাই মাসে দলের সভাপতি হন। ম্যাভেলা বর্ণবাদের অবসান ঘটতে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় অবর্ণবাদী গণতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ রূপান্তর আনতে ডি ক্লার্কের সাথে আলোচনায় এএনসি-র নেতৃত্ব দেন।

নেলসন ম্যাভেলার প্রেসিডেন্সি এবং অবসর

এপ্রিল 1994 সালে ম্যাভেলার নেতৃত্বাধীন ANC সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং 10 মে ম্যাভেলা দেশের প্রথম বহুজাতিক সরকারের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তিনি 1995 সালে টুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশন (টিআরসি) প্রতিষ্ঠা করেন, যা বর্ণবাদের অধীনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত করে এবং তিনি দেশের কালো জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য ডিজাইন করা আবাসন, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্যোগ প্রবর্তন করেন।

1996 সালে তিনি একটি নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নের তত্ত্বাবধান করেন। ম্যাভেলা 1997 সালের ডিসেম্বরে ANC এর সাথে তার পদ থেকে পদত্যাগ করেন, পার্টির নেতৃত্ব তার মনোনীত উত্তরসূরি থাবো এমবেকির কাছে হস্তান্তর করেন। ম্যাভেলা এবং মাদিকিজেলা-ম্যাভেলা 1996 সালে বিবাহবিচ্ছেদ করেছিলেন এবং 1998 সালে ম্যাভেলা মোজাম্বিকের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং ফ্রেলিমোর নেতা সামোরা মাচেলের বিধবা গ্রাফা ম্যাচেলকে বিয়ে করেছিলেন।

ম্যাভেলা দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য চাননি এবং 1999 সালে এমবেকি তার স্থলাভিষিক্ত হন। অফিস ছাড়ার পর ম্যাভেলা সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নেন কিন্তু শান্তি, পুনর্মিলন এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের একজন প্রবক্তা হিসেবে একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক উপস্থিতি বজায় রেখেছিলেন, প্রায়ই কাজের মাধ্যমে। নেলসন ম্যাভেলা ফাউন্ডেশন, 1999 সালে স্থাপিত। তিনি প্রবীণদের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন, 2007 সালে বিশ্বজুড়ে দ্বন্দ্ব সমাধান এবং সমস্যা সমাধানের প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নেতাদের একটি দল। 2008 সালে ম্যাভেলাকে তার 90 তম জন্মদিনের সম্মানে দক্ষিণ আফ্রিকা, গ্রেট ব্রিটেন এবং অন্যান্য দেশে বেশ কয়েকটি উদযাপনের মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়েছিল।

ম্যাভেলা দিবস, ম্যাভেলার জন্মদিনে পালন করা হয়, সারা বিশ্বে সম্প্রদায় পরিষেবা প্রচারের মাধ্যমে তার উত্তরাধিকারকে সম্মান করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। এটি প্রথম 18 জুলাই, 2009 তারিখে পালন করা হয়েছিল এবং এটি প্রাথমিকভাবে নেলসন ম্যাভেলা ফাউন্ডেশন এবং 46664 উদ্যোগ (ফাউন্ডেশনের এইচআইভি/এইডস বিশ্বব্যাপী সচেতনতা এবং প্রতিরোধ অভিযান) দ্বারা স্পনসর করা হয়েছিল; সেই বছর পরে জাতিসংঘ ঘোষণা করে যে দিনটি প্রতি বছর নেলসন ম্যাভেলা আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে পালন করা হবে।

ম্যাভেলার লেখা এবং বক্তৃতা সংগ্রহ করা হয়েছিল। *I Am Prepared to Die* (1964; rev. ed. 1986), *No Easy Walk to Freedom* (1965; আপডেট সংস্করণ 2002), *The Struggle Is My Life* (1978; rev. ed. 1990), এবং তার নিজের কথায় (2003)। *আত্মজীবনী লং ওয়াক টু ফ্রিডম*, যা তার প্রথম জীবন এবং কারণে থাকা বছরগুলির বিবরণ দেয়, 1994 সালে প্রকাশিত হয়েছিল। তার দ্বিতীয় খণ্ডের স্মৃতিকথার একটি অসমাপ্ত খসড়া মাল্ডা লাপ্পা সম্পূর্ণ করেছিলেন এবং ডেয়ার নট লিঙ্গার: দ্য প্রেসিডেন্সিয়াল ইয়ারস (2017) নামে মরণোত্তর প্রকাশ করেছিলেন।

2024 সালে, দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে 14টি স্থান যা ম্যাভেলার জীবন এবং দেশটির মানবাধিকার, মুক্তি এবং পুনর্মিলনের জন্য সংগ্রামের প্রতীক ছিল সম্মিলিতভাবে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে মনোনীত হয়েছিল। অবস্থানগুলির মধ্যে রয়েছে Mqhekezweni-এর গ্রেট প্লেস, যেখানে ম্যাভেলা তার পিতার মৃত্যুর পর বেড়ে উঠেছিলেন; 1960 শার্পভিল গণহত্যার সাথে সম্পর্কিত একাধিক সাইট; অরল্যান্ডো পশ্চিমের রাস্তায়, 1976 সোয়েটো বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল; এবং প্রিটোরিয়ার ইউনিয়ন বিল্ডিং, এখন দেশের সরকারের আসন।